অতিশয়োক্তি নয়। এই সাধারণকে অসাধারণ ক'রে তুলেছে **'পাশ'** কথাটি—**চন্দ্র আর সূর্য্যের একই সময়ে একই স্থানে পাশাপাশি অবস্থান অসম্বন্ধে সম্বন্ধ ; এই কল্পনাতেই অতিশয়োক্তি।**

(xi) "নূতন করিয়া মোরে সৃজন করিতে পারো তুমি—
বিধাতার সৃষ্টিশক্তি আছে তব।" —বুদ্ধদেব।

—'অমিতা'-নাম্নী তরুণীতে বিধাতার সৃষ্টিশক্তির অস্তিত্ব-কল্পনা। লক্ষণীয় যে (গ) বিভাগের উদাহরণটির মতন বিধাতার সৃষ্টিশক্তিকে এখানে অস্বীকার করা হচ্ছে না। বিধাতার সৃষ্ট 'মোরে' তুমি 'সৃজন' করতে পার 'নূতন' ক'রে, সে শক্তি তোমার আছে; 'নূতন' থাকায় এখানে অবশ্য হ'য়ে গেল 'অভেদে ভেদ' লক্ষণের অতিশয়োক্তি। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বলা হ'ল অমিতার শক্তি বিধাতার শক্তি, 'অভেদে ভেদ' কেটে গিয়ে হ'ল অসম্বন্ধে সম্বন্ধকল্পনা।

(xii) "যাঁহা যাঁহা নিকসই তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি ॥
(xiii) যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থলকমলদল খলই ॥
[দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি।
হামারি জীবনসঞে করতহি খেলি ॥]
(xiv) যাঁহা যাঁহা ভাঙ্গুর ভাঙু বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দীহিলোল ॥
(xv) যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই।
তাঁহা তাঁহা নীল উতপলবন ভরই ॥
(xvi) যাঁহা যাঁহা হেরি এ মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দকুমদ পরকাশ ॥"

অনুবাদ ক'রে দিলাম—

(xii) 'তন্বী তনুর লাবণি যেথানে ঝরে,
চমকে সেখানে বিদ্যুৎ চঞ্চল ;
(xiii) অরুণ-চরণ ছন্দে ছন্দে যেথা যেথা সঞ্চরে,
স্খলিত সেথায় স্থলকমলের দল ;—
[দেখ সখি কোন্ ধনি সহচরী সঙ্গে
মোর প্রাণ ল'য়ে খেলিছে কেমন রঙ্গে !]

(xiv) বঙ্কিম ভুরু বিলোলি যেখানে জাগে,
হিল্লোলে সেথা কালিন্দী উচ্ছল ;

(xv) তরল আঁখির অপাঙ্গ দিঠি যেখানে যেখানে লাগে,
জেগে ওঠে সেথা শত নীল উৎপল ;

(xvi) মধুর হাসিটি যেখানে বিলসি ওঠে,
নিরখি সেখানে কুন্দকুমুদ ফোটে।' —শ. চ.

—বলা যেতে পারত যে 'নিকসই তনু তনুজ্যোতি' আর 'বিজুরী চমকময় হোতি' বিম্বপ্রতিবিম্ব এবং 'বিজুরী'র মতন 'তনুজ্যোতি' পরিকল্পিত উপমা, অতএব অলঙ্কার 'নিদর্শনা'। কিন্তু এই দৃষ্টিতে দেখলে এ কাব্যের ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত রহস্যমধুর সৌন্দর্য্যটি অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। **বন্ধনীমধ্যস্থ শ্রীকৃষ্ণের উক্তিটি অত্যন্ত মূল্যবান্**। বিস্মিত কৃষ্ণ সখীকে বলছেন—'দেখ দেখ, **কে এক** সুন্দরী আমার জীবন নিয়ে খেলা করছে! কৃষ্ণ মুগ্ধ, প্রিয়তমা রাধাকে তিনি চিনতে পারছেন না ; এ যেন তাঁর অর্দ্ধবাহ্যদশা! মনে রাখতে হবে যে সমগ্র কবিতাটি কৃষ্ণের উক্তি। তিনি দেখছেন কে এক সুন্দরী আপন রূপলাবণ্যে, ছন্দিতচরণপাতে, ভ্রূভঙ্গে, অপাঙ্গে, হাস্যমাধুর্য্যে স্থল জল আকাশ বিচিত্রভাবে পরিব্যাপ্ত করতে করতে চলেছে। গোবিন্দদাসের সৃষ্ট বিভাব (রাধাগত) এবং অনুভাব (কৃষ্ণগত) এ পদে লোকাতিক্রান্ত।

যদি এ দৃষ্টিতে নাও দেখা হয়, তবু এখানে 'নিদর্শনা' বলা চলে না ; কারণ অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধের দ্বারা শুধু উপমাপরিকল্পনই কবির এখানে উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য উপমেয়ের অলৌকিক মহিমাপ্রতিষ্ঠা—উপমাপরিকল্পনায় 'থলকমলের মতন অরুণচরণ' এইটুকু দেখিয়ে স্থলকমল আর অরুণচরণকে সমমূল্য দেওয়া নয় ; একটি ক'রে স্থলকমল খ'সে খ'সে পড়ে যে অরুণচরণের প্রতিটি বিন্যাসে, সেই চরণের লোকোত্তর সৌন্দর্য্য দেখিয়ে দেওয়া। প্রত্যেকটি স্তবককে এই চক্ষে দেখতে হবে। ভুরু বাঁকানোর সঙ্গে কালিন্দীহিল্লোলের কোনো সম্বন্ধ নাই ; তবু সম্বন্ধ কল্পনা করতে হবে, কেননা ভুরু বাঁকিয়ে শূন্যে যদি কালো যমুনার ঢেউ না তুলি, ভুরুর ইন্দ্রজাল দেখাব কেমন ক'রে ?

(xvii) "গগনে একই চাঁদ ইহাই মোরা জানি।
ঘাটের কূলে চাঁদের গাছ কে রোপিল আনি ॥"—জ্ঞানদাস।

(xviii) "আমি নইলে মিথ্যা হ'ত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল ফোটা।" —রবীন্দ্রনাথ।

অন্য একপ্রকার অতিশয়োক্তি :

(i) "কুমার বাসবজয়ী, **দ্বিতীয়** জগতে শক্তিধর" —মধুসূদন।

(ii) "স্থিরতরঙ্গভঙ্গিমাময় **দ্বিতীয়** রত্নাকর" —সত্যেন্দ্রনাথ।

(iii) "কারাগার হ'ল **দ্বিতীয়** স্বর্গ" —যতীন্দ্রমোহন।

"যদি
পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব…।" —রবীন্দ্রনাথ।

—বিশ্বনাথের মতে বিষয়ের অপকর্ষ হওয়ায় (ঠিক নিগরণ বা গ্রাস না হ'লেও) এখানে **অতিশয়োক্তি**। অন্যমতে **তাদ্রূপ্যরূপক**।

বাঙলাসাহিত্যের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন ব'লে (ঙ)-চিহ্নিত 'কার্য্যকারণের পৌর্ব্বাপর্য্যবিপর্য্যয়' লক্ষণের অতিশয়োক্তির আলোচনা করলাম না।

১৪। ব্যতিরেক ১৪ ।

উপমেয়কে উপমানের চেয়ে উৎকৃষ্ট কিম্বা নিকৃষ্ট ক'রে দেখালে **ব্যতিরেক অলঙ্কার** হয়।

উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট উপমেয় কি কারণে হ'ল, সেকথা কোথাও বলা থাকে, কোথাও বা থাকে না। এ অলঙ্কারটি ভেদপ্রধান। ব্যতিরেক বোঝা যায় তিন প্রকারে : সাদৃশ্যশব্দের দ্বারা, অর্থে এবং ব্যঞ্জনায়।

(i) 'অকলঙ্ক মুখ তব কলঙ্কী চন্দ্রের মতো নহে।' —শ. চ.

—এখানে মুখ নিষ্কলঙ্ক বলায় সে যে উৎকৃষ্ট এবং কলঙ্কী চাঁদ নিকৃষ্ট এইটুকু দেখানো হয়েছে। অকলঙ্কতা এবং কলঙ্কিত্ব উপমেয় ও উপমানে যথাক্রমে এই কারণদুটি উল্লিখিত রয়েছে। তা ছাড়া উপমাবাচক শব্দ 'মতো' উক্ত হয়েছে।

(ii) "দশন কুন্দকুসুম**নিন্দু** বদন **জিতল** শারদ ইন্দু"—জগদানন্দ।

—দশন কুন্দফুলকে নিন্দা করে, বদন শরচ্চন্দ্রকে জয় করেছে। **উপমেয় দশন বদনের উৎকর্ষ**। কারণের উল্লেখ নাই। অর্থ থেকে ব্যতিরেক বোঝা যাচ্ছে। তুলনাবাচক শব্দ নাই। এইজাতীয় ব্যতিরেক **আক্ষিপ্ত** অর্থাৎ 'নিন্দু' আর 'জিতল' পদদুটির অর্থসামর্থ্যে দ্যোতিত।

(iii) "নবীননবনীনিন্দিত করে
দোহন করিছ দুগ্ধ" —রবীন্দ্রনাথ।

(iv) "দেখ আসি সুখে
রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ ; পুত্র, যার রূপে
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে।" —মধুসূদন।

(v) "এই দুটি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জ্জুন দিয়াছে ধরা।" —রবীন্দ্রনাথ।

(এটি তৃতীয় উদাহরণের সঙ্গে এক। তবু এটি দিলাম দুটি কারণে: প্রথম, 'নবনীনিন্দিত' কথাটি রবীন্দ্রনাথের প্রিয়, বহু স্থানে তিনি এটি প্রয়োগ করেছেন। দ্বিতীয়, নিন্দাকারী অর্থে 'নিন্দিত'-র ব্যবহার ভুল হ'লেও বহু শতাব্দী ধ'রে এর ব্যবহার চ'লে আসছে, রবীন্দ্রনাথও এ ভুল করেছেন।)

(vi) "দেখেছে সে বাহু এক মৃণাল-নিন্দিত।" —কামিনী রায়।

(vii) "গৌরাঙ্গ-চাঁদের ছাঁদে ও চাঁদ কলঙ্কীরে
এমন করিতে নারে আলো।
অকলঙ্ক পূর্ণচাঁদ উদয় নদীয়াপুরে
মনের আঁধার দূরে গেল॥" —পরমানন্দ।

—উপমান চাঁদের চেয়ে উপমেয় গৌরাঙ্গের উৎকর্ষ কারণসমেত দেখানো হয়েছে। কারণ অবশ্য বৈধর্ম্ম্য-প্রধান সাধারণ ধর্ম্ম; চাঁদ কলঙ্কী, গৌরাঙ্গ নিষ্কলঙ্ক; চাঁদ আলোকিত করে বাইরের বস্তুকে, গৌরাঙ্গ মনোলোককে। এটি প্রথম উদাহরণের মতো, কিন্তু তার চেয়ে সুন্দর। 'অকলঙ্ক পূর্ণচাঁদ উদয় নদীয়াপুরে'—অতিশয়োক্তি বললে ভুল হবে; কারণ উৎকর্ষ দেখাতে তুলনার পথে 'কলঙ্কী'-র অনুষঙ্গ 'অকলঙ্ক'। এই পদখানিতে ("পরশমণির সাথে কি দিব তুলনা রে…") উদ্ধৃত অংশটির মতন আরও তিনটি সুন্দর ব্যতিরেকের উদাহরণ রয়েছে।

(viii) "বরণি না হোয় রূপ চিকণিয়া।
কিয়ে ঘনপুঞ্জ, কিয়ে কুবলয়দল,
কিয়ে কাজর, কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিয়া॥" —অনন্তদাস।

—অনির্ব্বচনীয় কৃষ্ণরূপের কাছে কোথায় বা মেঘপুঞ্জ, কোথায় বা নীলপদ্ম, কোথায় বা কাজল আর কোথায় বা নীলকান্তমণি!

(ix) "সুধা হ'তে সুধাময় দুগ্ধ তার।" —রবীন্দ্রনাথ।

—'তার'=শুক্রাচার্য্যের আশ্রমধেনুর। দেবযানীর প্রতি কচের উক্তি।

(x) "শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !"—মধুসূদন।

—'দাসী' সরমা। 'হেন মধুমাখা কথা' সীতার।

(xi) "কণ্ঠস্বরে বজ্র লজ্জাহত।" —রবীন্দ্রনাথ।

—তথাকথিত 'রাজপুতানী'দের কণ্ঠস্বর বজ্রের চেয়ে শতগুণ কঠোর।

(xii) "কে দেখতে পায় চোখের কাছে
কাজল আছে কি না আছে,
তরল তব সজল দিঠি মেঘের চেয়ে কালো।" —রবীন্দ্রনাথ।

(xiii) "এ পুরীর পথ-মাঝে যত আছে শিলা,
কঠিন শ্যামার মতো কেহ নাহি আর।" —রবীন্দ্রনাথ।

(xiv) "ভানু কমল বলি সেহ হেন নহে।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥
কুসুম মধুপ কহি সেহ নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥
কি ছার চকোর চাঁদ দুহুঁ সম নহে।"—চণ্ডীদাস।

—দুহুঁ = রাধাকৃষ্ণ। প্রেমের ব্যাপারে রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে ভানু কমল, চাতক জলদ, কুসুম মধুপ এবং চকোর চাঁদের তুলনা হয় না। এই 'তুলনা হয় না' বলাতেই রাধাকৃষ্ণের প্রেম যে এদের প্রেমের চেয়ে উৎকৃষ্ট এইটুকু বোঝা যাচ্ছে। এখানে তুলনাবাচক শব্দ (হেন, তুলনা, তুল, সম) উল্লিখিত। উপমানগুলি যে নিকৃষ্ট তার কারণ প্রত্যেক উপমানের পরে উল্লিখিত আছে, শেষেরটি ছাড়া। ['কি ছার' শব্দটি নিষ্ফলতা বোঝাচ্ছে ব'লে শেষ পঙ্‌ক্তিটিতে একটু প্রতীপের ভাব রয়েছে ; তবু 'দুহুঁ সম নহে' বলায় ব্যতিরেক অলঙ্কারের দিকেই ঝোঁক বেশী (প্রতীপ দ্রষ্টব্য)]।

(xv) "গা'-খানি তার শাঙন-মাসের যেমন তমালতরু।
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজ্‌লী-মেয়ে লাজে লুকায় ভুলিয়ে আলোর খেল্‌।"
—জসীম উদ্দীন।